অর্থ ঋণ মামলা নং- ১১৩৬/২০২৫।

উপস্থিত- জনাব মোঃ হাসান জামান, জজ (যুগ্ম জেলা জজ)
অর্থ ঋণ আদালত নং-১, ঢাকা

আদেশ নং-০৫ তাং- ১৫/০২/২০২৬ ইং

অদ্য একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করেন। এছাড়া ফিরিস্তি সহকারে মূল কাগজাদি দাখিল করেন। নথি শুনানী অন্তে একতরফা আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদীপক্ষ তথা **"LANKABANGLA FINANCE PLC"** আরজির তফসিল বর্নিত বিগত ২৭.০২.২০২৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সুদসহ পাওনা **৩,৪৩,৫৮৭.৪৮ (তিন লক্ষ তেতালিণ্টশ হাজার পাঁচশত সাতাশি দশমিক আটচলি- শ)** টাকা আদায়ের নিমিত্তে বিবাদী মোসাম্মৎ আমেনা **গং** দের বিরুদ্ধে অত্র মামলা আনয়ন করেছেন।

অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৭(১) ধারার বিধানমতে ১-৩ নং বিবাদীর প্রতি পদাতিক ও ডাকযোগে সমন ইস্যু করা হলেও কোন সমন জারি অন্তে ফেরত আসেনি। তবে ডাক সমন সংক্রান্ত ডাকরশিদ নথিতে সামিল পাওয়া গিয়াছে। পরবর্তীতে **' আজকের জীবন '** নামীয় বাংলা জাতীয় দৈনিক মারফত বিবাদীর নামীয় সমন বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। ইহাতে প্রতীয়মান হয় বিবাদীদের প্রতি সমন আইনানুগভাবে জারি হয়েছে। বিবাদীদের প্রতি যথারীতি সমন জারি স্বত্বেও বিবাদীপক্ষ অত্র মামলায় লিখিত জবাব দাখিল করেননি কিংবা অত্র মামলায় হাজির হয়ে প্রতিদ্বন্ধিতা করেননি। যার প্রেক্ষিতে বিগত ২৩/১১/২০২৫ ইং তারিখের ০৪ নং আদেশ মূলে তাদের বিরুদ্ধে এক-তরফা শুনানীর জন্য ধার্য হয়।

বাদীপক্ষ হলফনামাযুক্ত আরজি ও তৎসহিত নিম্ন বর্নিত কাগজাদি দাখিল করেন।

১। ক্ষমতা অর্পণপত্র ২। ঋন আবেদনপত্র ৩। ঋন মঞ্জুরীপত্র ৪। বিভিন্ন চার্জ ডকুমেন্টসমুহ ৫। লিগ্যাল নোটিশ ৬। হিসাব বিবরনী ।

বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী হলফনামাযুক্ত আরজি, তৎসহিত দাখিলকৃত কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করলাম। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদীপক্ষ বিগত ২৭.০২.২০২৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সুদসহ পাওনা বাবদ **৩,৪৩,৫৮৭.৪৮ (তিন লক্ষ তেতালিণ্টশ হাজার পাঁচশত সাতাশি দশমিক আটচলিণ্টশ)** টাকা আদায়ের নিমিত্তে অত্র মামলা আনয়ন করেছেন। উক্ত দাবির সমর্থনে দাখিলীয় কাগজাদি পর্যালোচনায় দাবির সত্যতা প্রতীয়মান হয়। অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৬(৪) ধারার বিধান মোতাবেক এফিডেভিটযুক্ত আরজি Substantive evidence বা মৌলিক সাক্ষ্য হিসেবে গণ্যযোগ্য হইবে। সুতরাং বাদীপক্ষের উক্ত হলফনামাযুক্ত আরজি ও তৎসহিত দাখিলীয় কাগজাদি বিশ্লেষনে বাদীপক্ষ তাহার

মামলা প্রমাণে সমর্থ হয়েছে বলে আমি বিবেচনা করি। এমতাবস্থায় বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে প্রতিকার পাবার হকদার মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলাটি **১**-৩ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে খরচাসহ **৩,৪৩,৫৮৭.৪৮ (তিন লক্ষ তেতালিণ্টশ হাজার পাঁচশত সাতাশি দশমিক আটচলিণ্টশ)** টাকার (২৭/০২/২০২৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত) ডিক্রী প্রদান করা হলো। বিগত ০১/০৯/২০২৫ খ্রিঃ তারিখ অর্থাৎ মামলা দায়েরের তারিখ থেকে ডিক্রীকৃত টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত বাদীপক্ষ অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৫০(২) ধারার বিধান মতে **১**২% বার্ষিক সরল হারে সুদ বা ক্ষেত্র মতে, মুনাফাসহ প্রাপ্ত হবে।

বিবাদীপক্ষ কে রায় প্রচারের ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে ডিক্রীকৃত টাকা সুদ বা মুনাফাসহ বাদীপক্ষের অনুকূলে পরিশোধের নির্দেশ দেয়া হলো। ব্যর্থতায় বাদীপক্ষ আদালত যোগে আইনানুগ পদ্ধতিতে ডিক্রীকৃত টাকা আদায় করে নিতে পারবে। মামলা চলাকালীন সময়ে বিবাদী যদি কোন টাকা পরিশোধ করে থাকে তা বিধি মোতাবেক সমন্বয় করার জন্য বাদীপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হল।

আমার স্বহস্তে কম্পোজকৃত ও সংশোধিত-

মোঃ হাসান জামান
জজ (যুগ্ম জেলা জজ)
অর্থ ঋণ আদালত নং- **১**, ঢাকা।

মোঃ হাসান জামান
জজ (যুগ্ম জেলা জজ)
অর্থ ঋণ আদালত নং- **১**, ঢাকা।